প্রথম আলো
তারিখ: 07 MAY 2005
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৫

১৫ হাজার ফাইল পড়ে আছে

বেসরকারি শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ কে দেবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির ১৫ হাজার ফাইল নড়ছে না। বেতনের সরকারি অংশ (এমপিও) কে দেবে তা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় ফাইলের এ স্তূপ জমেছে শিক্ষা ভবনে।

সম্প্রতি এক স্মারকের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কাছ থেকে ওই ক্ষমতা শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিজের হাতে নিয়ে নেয়। মন্ত্রণালয়ের এ আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করা হলে আদালত আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত করেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

পাঁচ শতাধিক কাজ করে

বেসরকারি শিক্ষকদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এমপিও প্রদানের ক্ষমতা নিয়ে এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির মধ্যে রীতিমত শীতল যুদ্ধ চলছে। মন্ত্রণালয়ের গঠিত এমপিওভুক্ত করা সম্পর্কিত কমিটির এক সদস্য প্রথম আলোকে জানান, মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আসলে কারো কিছু করার নেই। জানা গেছে, এ মুহূর্তে মাউশি কার্যালয়ে এমপিওভুক্ত করার জন্য পাঁচ শতাধিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রায় ১৫ হাজার আবেদন জমা পড়ে আছে।

মন্ত্রণালয় ও মাউশি কার্যালয়ের একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রচলিত বিধান অনুসারে একটি স্মারকের মাধ্যমে এমপিওভুক্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করার এখতিয়ার মন্ত্রণালয়ের নেই। এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদে পাঠাতে হবে। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের নতুন সিদ্ধান্তটি এ ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয়নি।

আদালত এই আদেশকে কেন ক্ষমতা বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হবে না তা জানাতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন। গত ২৪ এপ্রিল বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমান ও বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালত মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত করেন। রাজধানীর উত্তরার একটি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবু জাফর মো. সাদেক হাসান বাদী হয়ে রিট আবেদন করেন।

এখন এমপিও কে দেবে এমন এক প্রশ্নের জবাবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক দিলারা হাফিজ প্রথম আলোকে বলেন, বিষয়টি স্পর্শকাতর। এখন এ বিষয়ে কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না।